দৈনিক বাংলা ১৭।

2 0 MAY 1992

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৭

বরিশালে ছাত্র রাজনীতি : আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বেড়ে চলেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বরিশাল, ১৭ মে।–শহরসহ জেলার বিভিন্ন কলেজগুলির ছাত্র রাজনীতিতে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে।

শহরের সরকারী ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ ও সৈয়দ হাতেম আলী কলেজে গত ৩ মাসে বেশ কিছু সহিংস ঘটনায় বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে।

গত ৯ মে শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে এক দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র সংঘর্ষে বহু সংখ্যক গোলাগুলি ও ককটেল ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ২ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। ঐ তারিখই রাতে উক্ত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসের বিশেষ ২টি কক্ষে পুলিশ তল্লাশী চালিয়ে একটি পিস্তল ও বেশ কিছু সংখ্যক ককটেল উদ্ধার করে।

সংঘর্ষ চলাকালে বিশেষ একটি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে ঐদিন কাটা রাইফেল ও বন্দুক দেখা গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়।

এই ঘটনার অল্প কিছুদিন আগে ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র সংসদ (বাকসু) দপ্তরে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটে।

এই ঘটনার ক'দিন আগে প্রকাশ্য দিবালোকে এ কলেজের ডিগ্রী হোস্টেলের সামনেও বেশ কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায়।

তাছাড়া শহরের অন্যান্য ক'টি কলেজেও একই সময়কালের মধ্যে ছাত্র সংঘর্ষ ও গোলাগুলির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটে।

জেলার গৌরনদী কলেজসহ মফস্বলের অপর ২টি কলেজে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন্দলের কারণে তাদের অংগ কিংবা সহযোগী ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটে চলেছে। আর নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ক্রমবর্ধমানভাবে ছাত্র সংগঠনগুলির কাছে আগ্নেয়াস্ত্রগুলির আমদানি ঘটছে বলে বিভিন্ন অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

অন্যদিকে শহরের কটি চিহ্নিত ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ নামক কারখানায় এখন হামেশা দেশী পিস্তল, বন্দুক ও পাইপ গান তৈরি হচ্ছে এবং অর্থের বিনিময়ে সেগুলি সন্ত্রাসী মহলের হাতে চলে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ।

সার্বিক অবস্থা ভালভাবে জেনে-শুনেও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ সকল অবৈধ অস্ত্র তৈরি ও সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে ক্রমশই ছাত্রসহ সকল স্তরের নিরীহ জনগণের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।